NOV. 17 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো এখন অস্ত্রের ডিপোর রূপ নিয়েছে

মামুন অর রশীদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো এখন অস্ত্রের ডিপোর রূপ নিয়েছে। কাগজে কলমে হল প্রশাসনের অস্তিত্ব থাকলেও বাস্তবে হল প্রশাসনের কোন কর্তৃত্ব নেই। হল প্রশাসনের কর্তারা এখন ছাত্রনেতাদের আজ্ঞাবহ হয়েই কাজ করছে। অস্ত্র এবং বহিরাগতদের ভিড়ে সাধারণ ছাত্রদের হল জীবন এক রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিতে আটকে পড়েছে। শুধু এসএম হলে ছাত্রদলের দু'গ্রুপের ক্যাডারদের কাছে ব্রিটিশ কারবাইনসহ ১৩টি অত্যাধুনিক অস্ত্র রয়েছে। দু'তিন দিনের মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে এই হলে আনা হচ্ছে জেনুইন একে-৪৭। অস্ত্রগুলো যারা নিয়ন্ত্রণ করে বীরত্বের সঙ্গে তারা জনকণ্ঠকে এসব তথ্য জানিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি আবাসিক ছাত্র হলে ছোট ও পুরনো মডেল বাদ দিয়ে শতাধিক অত্যাধুনিক ভারি অস্ত্র রয়েছে। ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যক অস্ত্র সরবরাহ প্রসঙ্গে ছাত্রদল সভাপতি নাসিরউদ্দিন পিন্টু বলেছেন, পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে যেহেতু কোন অস্ত্র পায়নি সেহেতু ক্যাম্পাসে অস্ত্র থাকার প্রশ্নই আসে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সব আবাসিক ছাত্র হলে ব্যাপক সংখ্যক অস্ত্র আমদানির খবর এখন ক্যাম্পাসে ওপেন সিক্রেট হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমদানিকৃত অস্ত্রগুলো নিরাপদ সংরক্ষণ ও পরিচর্যার কাজ জুনিয়র ক্যাডারদের হাতে থাকার কারণে তারা হরহামেশা গল্প করছে– কার হাতে

(১১- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

(১২-এর পাতার পর)

কি কি অস্ত্র আছে, কে সবচেয়ে ভাল অস্ত্র চালাতে পারে এসব বিষয় নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছ'টি ছাত্র হলে রীতিমত অস্ত্রের মজুদ গড়ে তোলা হয়েছে। হলগুলো হচ্ছে-- বেনজীর আহমেদ, টিটু নিয়ন্ত্রিত 'লালন বাহিনী'র নিয়ন্ত্রণাধীন বঙ্গবন্ধু হল, মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন নিয়ন্ত্রিত 'সেমিটাইগার বাহিনী'র নিয়ন্ত্রণাধীন সূর্যসেন হল, 'হারুন-অর-রশিদ শিশির (ডগশিশির) নিয়ন্ত্রিত 'টাইগার বাহিনী'র নিয়ন্ত্রণাধীন মুহসীন হল এবং 'লায়নবাহিনী' নিয়ন্ত্রিত এসএম হলে গড়ে তোলা হয়েছে এসব ডিপো। এছাড়া জিয়া হল এবং জহুরুল হক হলেও বেশ কয়েকটি অস্ত্র আছে বলে জানা গেছে। গোটা ক্যাম্পাসের সবগুলোর হলে সাবসেক্টর কমান্ডারদের দায়িত্ব দিয়ে মূল নিয়ন্ত্রণ ছাত্রদল সভাপতি নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টু নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন। ছাত্রদলের বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে আধিপত্য বিস্তারের লড়াই থাকলেও সব গ্রুপই সংগঠনের সভাপতির নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। এসএম হলে ছাত্রদলের দু'টি গ্রুপ রয়েছে। একটি হচ্ছে বেনজীর আহমেদ টিটুর 'লায়নবাহিনী'। এই গ্রুপের অস্ত্রশক্তির যোগানদাতা গ্রুপ নিয়ন্ত্রক নিজেই। আর অর্থনৈতিক সাপোর্ট প্রদান করছেন ফরহাদ হোসেন আজাদ। লায়নবাহিনীর হয়ে হল নিয়ন্ত্রণ করছেন মাসুম বিল্লাহ এবং টগর। এদের প্রতিপক্ষ হিসাবে হলে অবস্থান করছে হল শাখা ছাত্রদল নেতা মনির হোসেন। তবে মনির বাহিনীর শক্তি ও ম্যানপাওয়ার সীমিত। এই বাহিনী বহিরাগত আক্রান্ত বলেও অভিযোগ রয়েছে। হলে 'টগর-মাসুম' বাহিনীর হাতে সর্বাধিক অস্ত্র রয়েছে। এই গ্রুপের হাতে তিনটা পিস্তল, তিনটা রাইফেল, একটা ব্রিটিশ কারবাইন, একটা শর্টগান, দুটা বন্দুক (একটা দেশী অন্যটা ব্রিটিশ) রয়েছে। এই গ্রুপের ক্যাডাররা গত সপ্তাহে চট্টগ্রামের একটি অস্ত্র চোরাচালান গ্রুপের সঙ্গে একটি আসল একে-৪৭ রাইফেল কেনার জন্য বায়না করে এসেছে। অস্ত্রটি তারা পরীক্ষা করেও দেখেছে। মোটা অঙ্কের টাকার সব টাকা পরিশোধ করে চলতি সপ্তাহে তারা এটি হলে নিয়ে আসবে বলে সংশ্লিষ্ট এক কর্তা ব্যক্তি জানিয়েছে। প্রতিপক্ষ মনির গ্রুপের হাতে একটা নাইন এমএম, একটা আরমানিয়াস রিভলবার, একটা কাটা রাইফেল রয়েছে। এই গ্রুপের সঙ্গে যোগসাজশে লালবাগ এলাকার একটি চিহ্নিত বহিরাগত সন্ত্রাসী বাহিনী হলে অবস্থান করছে বলে প্রতিপক্ষ গ্রুপের কর্মীরা জানিয়েছে। 'টগর-মাসুম' গ্রুপের মাসুম বিল্লাহ জনকণ্ঠকে বলেন– তিনি মনির হোসেনকে ডেকে সকল বহিরাগতকে হল থেকে বের করে দিতে বলেছেন। মনির হোসেন দু'একদিনের মধ্যে বের করে দেয়ার কথা বলেছে। মাসুম বিল্লাহ আরও বলেন– বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ছাত্রদের জন্য। ছাত্ররাই হলে থাকবে। হলে ব্যাপকসংখ্যক অস্ত্র সরবরাহের বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন– কোন অস্ত্র নেই তবে বিরোধী দলে থাকাকালে সাত মাস জেল খেটেছি। এখন দল ক্ষমতায়, নিজে কিছু করার জন্য যেটুকু সাপোর্ট দরকার তা তো রাখতেই হবে।